তারিখঃ ১২.৫.২১ – ১৩.৫.২১ ইং

**শায়েখঃ** একটি বিডিও দিচ্ছি আনকম কিছু জানার জন্য

[https://youtu.be/ShtbxAFsuQE](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FShtbxAFsuQE%3Ffbclid%3DIwAR2B4uLpgvKmdYjcxXCA5wPuvg5TyvI5nC4ayXO6ZkmQ5TxPdF7L5wpsvfM&h=AT3iQeXY2JFuIDggnV9GpTDkrWY-ACncWwqStRkKBikDKFi9KZvosFvcRYQs-j5qOkT7IqcoePUtWt3JCyk5-HQUM2R0NwyFU5ofe42d15MRh6qLeCg9xfnaiSySfChZrJJi)



[আব্দুল্লাহ বনাম সজল বিতর্কের ব্যাপারে মতামত !](https://youtu.be/ShtbxAFsuQE?fbclid=IwAR171yf7MpNgHVsiBkqhDf0aSi_qw2vYr1N6KXP0qepAKlurabLybJDybFE)

যারা দেখেন নি,তারা মনোযোগ সহ দেখবেন।

**নওশাদ ভুইয়াঃ** কোরআনের মোশাফ কি?

**মশিউর রহমান আকিলঃ**

শায়েখঃ https://youtu.be/ShtbxAFsuQE

উনার কথার প্রেক্ষিতে কিছু বলবেন?

**ফাহিম আলমঃ**

নওশাদ ভুইয়াঃ কোরআনের মোশাফ কি?

মুসহাফ মানে পবিত্র গ্রন্থ। পবিত্র কুরআনের কপিকেই কুরআনের মুসহাফ বলা হয়।

**আব্দুল্লাহ হাসিবঃ**

ফাহিম আলমঃ মুসহাফ মানে পবিত্র গ্রন্থ।

না মুসহাফ মানে যেখানে লিখা হয়। অর্থাৎ পৃষ্ঠা। বা লিখার পৃষ্ঠা। কোরআনের মুসহাফ মনে কোরআন যেখানে লিখে রাখা রয়েছে সেটা অর্থাৎ কোরআনের কপি।

ফাহিম আলমঃ পবিত্র কুরআনের কপিকেই কুরআনের মুসহাফ বলা হয়।

হ্যা।

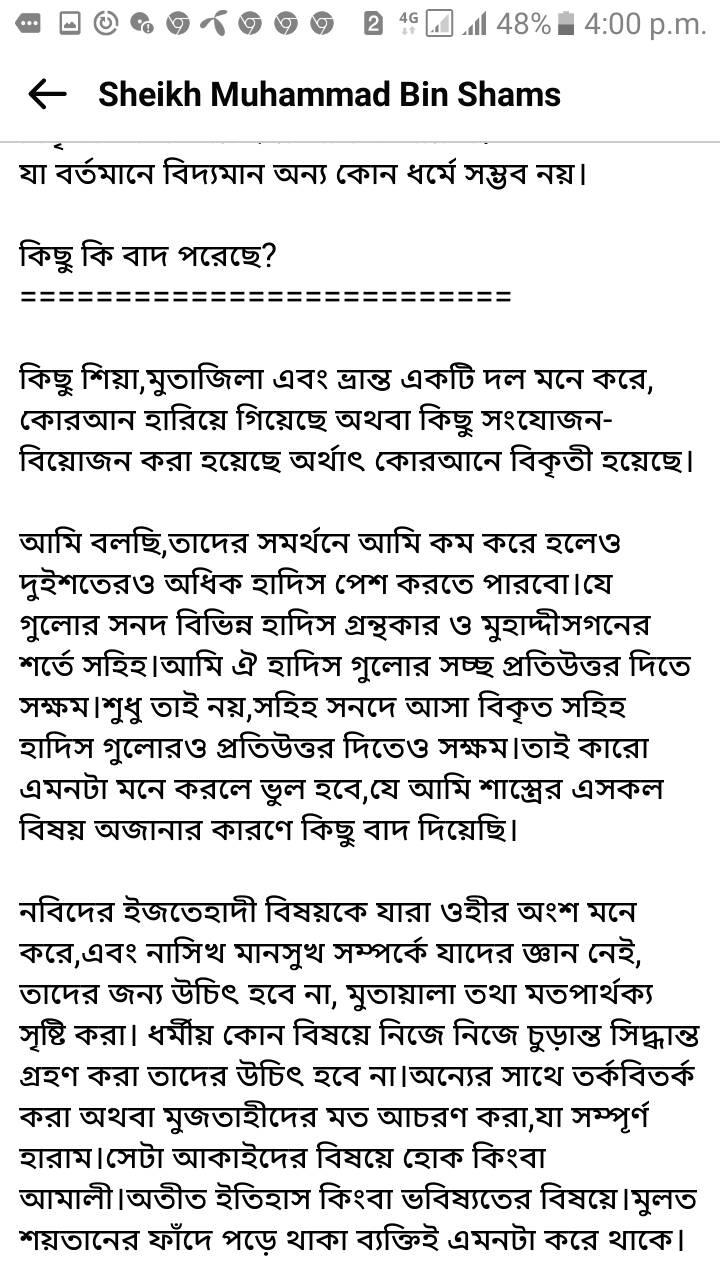
শায়েখঃ যারা দেখেন নি, তারা মনোযোগ সহ দেখবেন।

দেখলাম শেখ। তবে .... সে এগুলো কি বলতেছে সবই তো মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে। তবে এটা মনে হচ্ছে যে খুব শীঘ্রই সে শেখ আব্বাসীর সাথে বসবে।

**শায়েখঃ**

মশিউর রহমান আকিলঃ উনার কথার প্রেক্ষিতে কিছু বলবেন?

বলা আছে ৪র্থ পর্বে।



**শায়েখঃ** অনেক আগেই বলে রেখেছি। আমি চাই আপনাদের মনোযোগ বৃদ্ধি করুন। এতদিনকার চেনাজানা গণ্ডি থেকে বের হয়ে নিজের জ্ঞানের পরিধিকে বৃদ্ধি করুন। ধর্মের উপর প্রশ্ন যখন থাকবে তার উত্তর অবশ্যই থাকবে। তবে সেই উত্তর সবার কাছে থাকতে হবে এমন কিন্তু নয়।

আমি তার পক্ষে ২০০শত হাদিস, ঐতিহাসিক প্রমাণ, অনেকগুলো যুক্তি দিতে পারব। আবার সে গুলোকে নিমেষেই খন্ডন করে দিতে পারব ইনশাআল্লাহ।

**ফাহিম আলমঃ**

শায়েখঃ আমি তার পক্ষে ২০০শত হাদিস, ঐতিহাসিক প্রমাণ, অনেকগুলো যুক্তি দিতে পারবো। …

ওস্তাদ দুই একটা কি এখন বলা যায়???

**নওশাদ ভুইয়াঃ** আরেকটা জিনিস, সে দাবি করলো হাদিস বর্ণনাকারী রাবিদের ব্যাপারে প্রমান চাইলো যে তাদের ব্যাপারে হিস্টেরিওগ্রাফিক্যাল এনালাইসিস করে আগে তাদের থেকে হাদিস গ্রহনের গ্রহনযোগ্যতা পরীক্ষা করতে হবে। উনার কি এতো বড়ো রিজাল শাস্ত্র চোখে পড়ে না?

**শায়েখঃ** তাই কিতাব খুলে যারা হাদিস পড়ে পন্ডিত হয়ে যায়, অমুকের ওয়াজ তমুকের বক্তৃতা, লেখা ইত্যাদি পরে যারা নিজেকে অনেক কিছু জানে মনে করে, তারা আসলেই তেমন কিছুই জানে না। আমাদের ভুল ধরতে এসে পড়ে, বলে কি আমরাই নাকি ফেতনাবাজ এজন্য অনেক কিছুই বলা থেকে বিরত থাকি।

**আব্দুল্লাহ হাসিবঃ** সে এটাও বলেছে কেউ নাকি প্রমাণ করতে পারবে না বুখারী শরীফ ইমাম বুখারী লিখেছেন।

**শায়েখঃ**

নওশাদ ভুইয়াঃ আরেকটা জিনিস, সে দাবি করলো হাদিস বর্ণনাকারী রাবিদের ব্যাপারে…

উনি কিন্তু একজন উচ্চমানের মুসলিম স্কলার ছিলেন। উনি ওগুলো পড়ালেখা করেছেন।

**আব্দুল্লাহ হাসিবঃ**

শায়েখঃ উনি কিন্তু একজন উচ্চমানের মুসলিম স্কলার ছিলেন। উনি ওগুলো পড়ালেখা করেছেন…

মুসলিম স্কলার থেকে নাস্তিক হয়ে গেছে?

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ ওস্তাদ দুই একটা কি এখন বলা যায়???

একটি দিলেই হজম করতে পারবে? যদিও আমার কাছে উত্তর আছে।

**নওশাদ ভুইয়াঃ**

শায়েখঃ উনি কিন্তু একজন উচ্চমানের মুসলিম স্কলার ছিলেন। উনি ওগুলো পড়ালেখা করেছেন…

সে মুসলিম স্কলার ছিল?

**শায়েখঃ**

আব্দুল্লাহ হাসিবঃ মুসলিম স্কলার থেকে নাস্তিক হয়ে গেছে?

এখন আবার সে কোরআন অনুসারি মুসলিম। আহলে কোরআন মুসলিম। নাস্তিকতা ছেড়ে দিয়ে মুসলিম হয়েছে।

**ফাহিম আলমঃ** সে এখন প্রকৃত ইসলামের সন্ধান পাচ্ছে।

**শায়েখঃ**

নওশাদ ভুইয়াঃ সে মুসলিম স্কলার ছিল?

আমি তো সেটাই বলেছি। আবার কেন প্রশ্ন?

**নওশাদ ভুইয়াঃ** দুঃখিত।

**ফাহিম আলমঃ**

শায়েখঃ একটি দিলেই হজম করতে পারবে? যদিও আমার কাছে উত্তর আছে।

পারব ইনশাআল্লাহ।

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ সে এখন প্রকৃত ইসলামের সন্ধান পাচ্ছে।

সত্যকে অনুসন্ধান করতে থাকলে একদিন সত্য এসে ধরা দেয়। যদি সে সত্যি সত্যি সত্য অনুসন্ধান করে থাকে, তাহলে সত্য একদিন তার নিকট ধরা দিবে।

**ফাহিম আলমঃ**

শায়েখঃ সত্যকে অনুসন্ধান করতে থাকলে একদিন সত্য এসে ধরা দেয়। যদি সে সত্যি সত্যি …

হা, এই বিষয়ে কুরআনের আয়াত আছে।

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ পারব ইনশাআল্লাহ

আচ্ছা একটি হাদিস দিচ্ছি।

**ফাহিম আলমঃ** আমার এখন সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কথা মনে পড়ল।

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ হা, এই বিষয়ে কুরআনের আয়াত আছে

বিশ্বযুদ্ধের দুয়ারে পঞ্চ ষড়যন্ত্রকারী ১ম পর্বে শেষ দিকে কয়েকটি ধর্ম গ্রন্থ থেকে রেফারেন্স দিয়েছি এই কথাটির

**ফাহিম আলমঃ**

শায়েখঃ তাই কিতাব খুলে যারা হাদিস পড়ে পন্ডিত হয়ে যায়, অমুকের ওয়াজ তমুকের বক্…

আপনি বলা থেকে বিরত থাকলে আমরা তো জানতে পারবো না। তাই আশা করি সব কিছু বলবেন। আমরা আপনার থেকে সবকিছুর প্রতিটি বিষয়ে সত্য জানতে চাই।

**শায়েখঃ** মেসেঞ্জার গ্রুপে এতদুর থেকে এত কঠিন ও জটিল বিষয়গুলো বিস্তারিত বুঝিয়ে বলা আরও অধিক জটিল। আর সবকিছু জেনে ফালা তো কখনোই সম্ভব না। এই প্রসেসে আমি কেবল দিকনির্দেশনা দিতে পারব। তারপর প্রত্যেকে তার নিজের জানার আগ্রহের উপর ভিত্তি রেখে সেই দিক নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে হবে শ্রম দিতে হবে। তারপর অনেক কিছু জানা সম্ভব হবে।

عَمْرُوْ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقْرَؤُنَا أُبَيٌّ وَأَقْضَانَا عَلِيٌّ وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أُبَيٍّ وَذَاكَ أَنَّ أُبَيًّا يَقُوْلُ لَا أَدَعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى {مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا}

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, ‘উমার (রাঃ) বলেন, উবাই (রাঃ) আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ক্বারী, আর ‘আলী (রাঃ) আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক। কিন্তু আমরা উবাই (রাঃ)-এর কিছু কথা বাদ দেই। কারণ উবাই (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে যা শুনেছি তার কিছুই ছাড়ব না। অথচ আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি যে আয়াত রহিত করি অথবা ভুলিয়ে দেই …

(সূরাহ আল-বাকারাহ ২/১০৬) [সহিহ বুখারী-৫০০৫] (আ.প্র. ৪১২৩, ই.ফা. ৪১২৬)

এই হাদিসে দ্বারা বুঝা যায় সাহাবিদের মাসহাফের মধ্যে পার্থক্য ছিল। সম্পূর্ণ সহিহ হাদিস।

**শায়েখঃ** কানযুল আম্মাল খণ্ড ২ পাতা ৫৭৪ عن الحسن ان عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله فقيل كانت مع فلان وقتل يوم اليمامة ، فقال إنا لله ، وأمر بالقرآن فجمع ، فكان أول من جمعه في المصحف “উমার বিন খাত্তাব একটা আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল ‘এটা যার সাথে ছিল সে ইয়ামামার (যুদ্ধের) দিনে মারা গিয়েছে’। উমার বলল ‘ইন্না লিল্লাহ’। তারপর তিনি কুরআন সংগ্রহের নির্দেশ দেন, ফলে তিনিই প্রথম ছিলেন যিনি কুরআনকে বই আকারে সংগ্রহ করেন”।

**ফাহিম আলমঃ** কুরআনের অনেক আয়াত রহিত হয়েছিল এই বিষয়টি পড়েছিলাম কিন্তু তখন বুঝিনি।

**শায়েখঃ** কোরআনের একটি আয়াত হারিয়ে যাওয়া নিয়ে দলিল।

**ফাহিম আলমঃ** এটা মানে ওই একটা আয়াত।

**শায়েখঃ** কোরআনের মুল শব্দ ও বর্ণ বিকৃতি এবং হারিয়ে যাওয়ার দলিল সুরাহ আহযাব এর ভুমিকাতে আল্লামাহ জালালুদ্দিন সুয়ুতি, আহলে সুন্নার ইমাম সুফিয়ান সাওরি (মৃঃ১৬১ হি) এর আকিদা লিখেছেন তার ছাত্র ইমাম আব্দুর রাজ্জাক আল সানানি (মৃঃ২১১ হি) থেকে।

وأخرج عبد الرزاق عن الثوري قال : بلغنا ان ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم كانوا يقرأون القرآن أصيبوا يوم مسيلمة فذهبت حروف من القرآن

“আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান সাওরি থেকে যে তিনি বলেছেন ‘রসুলের সাহাবাদের থেকে আমি এটা জেনেছি যে কুরআনের কারীগণ মুসাইলামা এর (যুদ্ধের) দিনে মারা গিয়েছিলেন আর তাদের মৃতুর সাথে কুরআনের অক্ষরসমূহ নষ্ট/হারিয়ে (লস্ট) (যাহাব) হয়ে গিয়েছিল”।

**ফাহিম আলমঃ** سبحان الله

আলেমরা কেন এই সত্য গোপন করেছে এতদিন!!!

**শায়েখঃ** আহলে সুন্নার প্রাচীন আলেম কাসিম বিন সালিম (মৃঃ২২২ হি) তাঁর ফাযাইলে কুরআনে লিখেছেনঃ (স্ক্যানের জন্য ক্লিক করুন)

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : « لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله ؟ قد ذهب منه قرآن كثير ، ولكن ليقل : قد أخذت منه ما ظهر منه

“ইসমাইল বিন ইব্রাহিম বর্ণনা করেছেন আইউব থেকে তিনি নাফে থেকে যে ইবনে উমার বলেছেন ‘নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে লোকেরা বলবে যে সে কুরআনকে পেয়েছে অথচ সে জানে না কুরআনের মোট পরিমাণ কত ছিল, কেননা বেশীর ভাগ অংশ কুরআন নষ্ট হয়ে গিয়েছে, বরং তার বলা উচিত যে সে ঐ কুরআন পেয়েছে যেটা সামনে আছে”। উপরে আব্দুল্লাহ ইবনে উমারের কুরআনের আকীদা দেওয়া হল যে তিনি বিশ্বাস করতেন যে বেশীর ভাগ কুরআন নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ আলেমরা কেন এই সত্য গোপন করেছে এতদিন!!!!

হাদিস গুলো সহিহ। তবে আমি বলছি কোরআন হারায় নি, বিকৃতও হয় নি। তুমি ভুল বুঝো না।

**ফাহিম আলমঃ**

শায়েখঃ হাদিস গুলো সহিহ। তবে আমি বলছি কোরআন হারায় নি, বিকৃতও হয় নি।…

ওহ, আচ্ছা।

**শায়েখঃ** সুরা তাওবার বিশাল অংশ হারিয়ে যাওয়ার দলিল আল্লামাহ জালালুদ্দিন সুয়ুতি মুহাদ্দিস তাবারানি, হাকিম ও ইবনে শেবাহ থেকে উধৃতি দিয়েছেনঃ

عن حذيفة رضي الله عنه قال : التي تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب والله ما تركت أحدا إلا نالت منه ولا تقرأون منها مما كنا نقرأ إلا ربعها

“হুযাইফা বলেছেন যে সূরা যাকে তোমরা তাওবা বল আসলে সূরা আযাব (শাস্তি) আর আমরা যা পড়তাম তার এক চতুর্থাংশ তোমরা এখন পড় মাত্র”।

–তাফসীরে দুররুল মানসুর খণ্ড ৩ পাতা ২০৮। মুসতাদরক হাকীম এটা সামান্য কিছু কথার পার্থক্যে বর্ননা করেছে, যাহাবি এটাকে সাহিহ বলেছেন।

**শায়েখঃ** আপাতত এতটুকু থাক। না হয় তোমাদের মনে শয়তান ওয়াসওয়াসা দিবে।

**ফাহিম আলমঃ**

শায়েখঃ আপাতত এতটুকু থাক। না হয় তোমাদের মনে শয়তান ওয়াসওয়াসা দিবে।

হা

**ফাহিম আলমঃ**

শয়তান এসেছে ইতিমধ্যে।

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ ওহ, আচ্ছা।

আমি তোমাকে বলেছিলাম পূর্ণ কোরআনের অনুবাদ বুঝে পড়তে। এখন তো দেখি সেটা করো নি।

**ফাহিম আলমঃ**

শায়েখঃআমি তুমাকে বলেছিলাম পূর্ণ কোরআনের অনুবাদ বুঝে পড়তে। এখন তো দেখি সেটা করো…

কিভাবে আগাবো একটু বিস্তারিত বললে ভালো হয়। কোন কোন প্রকাশনীর অনুবাদ, কি কি লুগাত ইত্যাদি???

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ কিভাবে আগাবো একটু বিস্তারিত বললে ভালো হয়

বুঝলাম না। এটাতে বিস্তারিতের কি আছে? অনুবাদ পড়তে বলেছি বুঝে। এটাতে না বুঝার মত কি আছে?

**ফাহিম আলমঃ**

শায়েখঃ বুঝলাম না। এটাতে বিস্তারিতের কি আছে?

আমারটা শুনলাম ভুলে ভরা

**নওশাদ ভুইয়াঃ** তার মানে মুশ'আফে বিকৃতি ঘটেছে সত্য। আর আমি শুনেছিলাম কোরআনের আয়াতগুলোকে সাজানো হয়েছে পরে। সূরা আকারে। কিন্তু তার সাথে কোরআনের বিকৃতি ঘটেছে তা মোটেও নয়।

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ কোন কোন প্রকাশনীর অনুবাদ, কিকি লুগাত ইত্যাদি???

দুই তিনটা অনুবাদ পড়লেই মোটামুটি অনেকটা ক্লিয়ার হওয়া যায়। আপাতত যে কোন একটা দুইটা অনুবাদ মিলিয়ে পড়লেই হলো। যেখানে বুঝতে সমস্যা সেখানে অন্য কোন অনুবাদ পড়ে নিবে।

**ফাহিম আলমঃ**

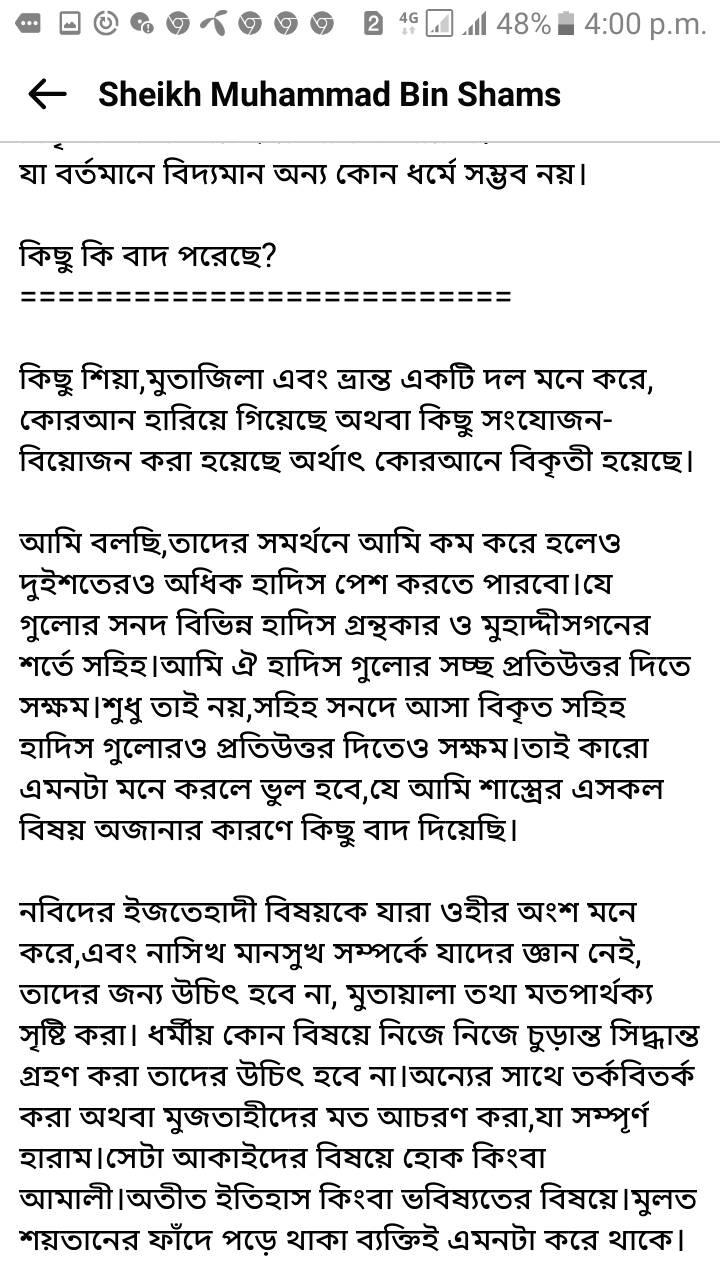
শায়েখঃ দুই তিনটা অনুবাদ পড়লেই মোটামোটি অনেকটা ক্লিয়ার হওয়া যায়। আপাতত যে কোন…

ইনশাআল্লাহ। তাহলে আবার নতুন করে প্রথম থেকে শুরু করব।

**শায়েখঃ**

নওশাদ ভুইয়াঃ তার মানে মুশ'আফে বিকৃতি ঘটেছে সত্য। আর আমি শুনেছিলাম …

আমি তো এমন কিছু সমর্থন করি নি। স্ক্রিনসর্টে কি বলেছি? আমি দেখতেছি আপনারা সত্যিই অনেক অমনোযোগী।



**ফাহিম আলমঃ**

নওশাদ ভুইয়াঃ তার মানে মুশ'আফে বিকৃতি ঘটেছে সত্য। আর আমি শুনেছিলাম কোরআনের …

হাদিস গুলো সহিহ। তবে আমি বলছি কোরআন হারায় নি, বিকৃতও হয় নি। তুমি ভুল বুঝো না।

**নওশাদ ভুইয়াঃ**

দুঃখিত ঠিকমতো পড়তে পারিনি মেসেজ গুলো। অত্যন্ত দুঃখিত।

**ফাহিম আলমঃ**

অর্থাৎ, বিকৃত হওয়ার হাদিস গুলি সহিহ কিন্তু বাস্তবতা এমন না।

**শায়েখঃ** আপনাদের সবার প্রতি আমার এই নির্দেশ, আপনারা যারা এখনো মনোযোগে সহকারে পূর্ণ কোরআনের অনুবাদ পড়েন নি, তারা এই ইদের সময়ের মধ্যে এবং শাওয়াল মাসেই সেটা কম্পিলিট করবেন। কোন উজর দিলে সমস্যা হবে নিজেদেরই।

**ফাহিম আলমঃ**

শায়েখঃ আপনাদের সবার প্রতি আমার এই নির্দেশ, আপনারা যারা এখনো মনোযোগে সহকারে পূর…

এত দ্রুত!!!

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ অর্থাৎ, বিকৃত হওয়ার হাদিস গুলি সহিহ কিন্তু বাস্তবতা এমন না।

ব্যাখ্যা তুমি করবে না। আমিই করব।

**ফাহিম আলমঃ**

শায়েখঃ ব্যাখ্যা তুমি করবে না। আমিই করবো।

জি, উস্তাদ। আপনি ছবিতে যা দিয়েছেন অতটুক পড়ে যা বুঝলাম তা বললাম আরকি।

**শায়েখঃ** অর্থাৎ সহিহ হাদিস হলেও আমলে নেয়া বিষয়ে প্রশ্ন তুলা সম্ভব। সহিহ হাদিস কিন্তু তাদেরও বুঝতে অনেক কিছু ভুল হয় নি এমন না। তাদেরও ভুল ছিল। তাই সহিহ মারফু হাদিস দেখতে হবে। সেটাও ঐ মাপের আলেমগন কিছুটা বুঝতে পারে। আর একটি বিষয় কেউ যেন ভুলেও এটা মনে না করে যে আমার মত কেউ সব জেনে যাবে।

ফাহিম যেটা অনেক সময় বলে এবং মনে করে। সেটা কারো দ্বারাই কখনই সম্ভব না। এই বিষয়ে এখানে কোন কথা তুলবে না।

**ফাহিম আলমঃ**

শায়েখঃ ফাহিম যেটা অনেক সময় বলে এবং মনে করে। সেটা কারো দ্বারাই কখনই সম্ভব না।…

জি, আচ্ছা।

**শায়েখঃ** ফাহিম চায় সব কিছু জেনে ফেলতে আমি যা জানি সব। এটা কখনই সম্ভব না।

আপনাদের সবার প্রতি আমার এই নির্দেশ, আপনারা যারা এখনো মনোযোগ সহকারে পূর্ণ কোরআনের অনুবাদ পড়েন নি, তারা এই ইদের সময়ের মধ্যে এবং শাওয়াল মাসেই সেটা সম্পুর্ন করবেন। কোন উজর দিলে সমস্যা হবে নিজেদেরই।

এই বিষয়টি বার বার সবাই সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিবেন।

**ফাহিম আলমঃ**

শায়েখঃ এই বিষয়টি বার বার সবাই সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিবেন।

إن شاء الله.نعم

**শায়েখঃ**

জাগতিক কোন পড়াশোনা ও কাজ দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের থেকে জেন বেশি গুরুত্ব দেওয়া না হয়। উপরে যে হাদিস গুলো দিয়েছি কপি করে যে কেউ রেখে দিতে পারেন।

আজকের মত আর অন্য আলোচনা না।

**ফাহিম আলমঃ** السلام عليكم ورحمة الله

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ السلام عليكم ورحمة الله

ওয়ালাইকুম আস সালাম।

**মাহির সালেহঃ** তার মানে কিছু সুফি রা যে বলে কোরআনের ৩০ হাজার আয়াত বাতেনি ও ৬ হাজারে বেশি আয়াত জাহেরি! তাদের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়? মানে জাহেরি বাতেনি না হলেও কিছু আয়াত আগে ছিল যা এখন আল্লাহ উঠিয়ে নিয়েছেন

**আব্দুল্লাহ হাসিবঃ**

মাহির সালেহঃ তার মানে কিছু সুফি রা যে বলে কোরআনের ৩০ হাজার আয়াত বাতেনি

৩০ হাজার বেশি হয়ে গেল না?

**শায়েখঃ**

মাহির সালেহঃ তার মানে কিছু সুফি রা যে বলে কোরআনের ৩০ হাজার আয়াত বাতেনি…

এর উত্তর উপরে আছে। মনে হয় ভাল করে পড়ো নি।

হাদিস গুলো সহিহ। তবে আমি বলছি কোরআন হারায় নি, বিকৃতও হয় নি।…

এখান থেকে।

অর্থাৎ সহিহ হাদিস হলেও আমলে নেয়া বিষয়ে প্রশ্ন তুলা সম্ভব। সহিহ হাদিস কিন…

**আব্দুল্লাহ হাসিবঃ** সবাই একটু খেয়াল করে পড়বেন আশা করি। বার বার পড়বেন ইনশাআল্লাহ মনের ফিতনা দুর হয়ে যাবে।

আমি একটা প্ল্যান করেছি যদি কারো ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা রিয়েক্ট দিবেন ইনশাআল্লাহ। অনেকদিন ধরেই শেখ আমাদের কে কুরআনের অর্থ পড়ার নসীহত করছেন কিন্তু আমরা হয়তো কোনো না কোনো কারণে অর্থগুলো পড়ছি না। কেউ বা শুরু করেও রেখে দিয়েছি। কেউ বা পড়ার টাইম করতে পারছি না। এক্ষেত্রে একটা এফেকটিভ প্ল্যান করে সবাই যদি একসাথে এগোই তাহলে হয়তো আমরা পুরো কুরআন এর অর্থ পরে শেষ করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

কুরআনের সর্ব মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬ টি আমরা যদি প্রতিদিন ১০০টি আয়াতের অর্থ পড়ি তাহলে ২ মাসেই আমরা পুরো কুরআনের অর্থ পরে শেষ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। ১০০টি আয়াত একেবারে পড়তে হয়তো সময় হবে না অনেকেরই। তাই আমরা যদি ১০০ টি আয়াতকে ৫ ওয়াক্ত নামাজের সাথে ভাগ করি তাহলে প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পরে ২০ টি আয়াতের অর্থ পড়লেই হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। শুধু অর্থ পড়লেই নয়। সাথে একটা নোট বই রাখতে হবে অর্থের ভিতর গুরুত্ব পূর্ণ কথা গুলো নোট করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ আয়াতের বিষয়বস্তু গুলো মুখস্ত করতে হবে।

দিন শেষে আমরা আমাদের নোট গুলো একনজর দেখে ঘুমাতে যাব ইনশাআল্লাহ। এতে করে পুরো কুরআনের অর্থ গুরুত্বপূর্ণ কথা এবং বিষয়বস্তু আমাদের ২ মাসেই বুঝে আসবে ইনশাআল্লাহ। এবং এ ক্ষেত্রে প্রতিদিন একটা টাইম আমরা গ্রুপে এসে আমাদের নোট কৃত অর্থ, অজানা বিষয়বস্তু, শানে নুযুল, আয়াতের ব্যাখ্যা এই গ্রুপে শেখের মাধ্যমে বুঝে নিবো ইনশাআল্লাহ। আমরা তাহলে এই আমলটি ২ শাওয়াল থেকে শুরু করতে পারি ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ জিলহজ এর প্রথম দশকের মধ্যে আমরা পুরো কুরআনের অর্থ পরে শেষ করতে পারবো। আল্লাহ আমাদের তওফিক দিক। আমিন ইয়া রব।

**শায়েখঃ** খুব ভাল আইডিয়া। তবে প্রতিটি ১০০ টি আয়াতের অনুবাদ পড়া কঠিন কিছু না। ৩/৪ শত পড়াও অল্প ক্ষণ লাগবে।নরমালি গল্পের বই এক দিনে একটা শেষ করে নেয়া যায়।

**আব্দুল্লাহ হাসিবঃ** এটা নূন্যতম দিয়েছি যাতে সবাই আগ্রহ নিয়ে শুরু করে। প্রথমেই যদি ২০০-৩০০ লিখতাম অনেকেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলতো। ব্যাপারটা এরকম আরকি প্রত্যেক ক্লাসেই ভালো খারাপ ছাত্র থাকে। যারা ভালো ছাত্র তাদের দেখা যায় উস্তাদের আগেই সিলেবাস শেষ করে ফেলে। এখানেও তাই হবে। যারা বেশি আগ্রহী তারা ঠিকই প্রতিদিন ৩-৪শ আয়াত পরে ফেলবে ইনশাআল্লাহ।

**ফাহিম আলমঃ** আমরা কি আরবী সহ পড়ব নাকি শুধু বঙ্গানুবাদ???

**মাহদি হাসানঃ**

ফাহিম আলমঃ আমরা কি আরবী সহ পড়ব নাকি শুধু বঙ্গানুবাদ???

আরবি সহ পারলে তো অতি উত্তম। আমি এই 10 রমজানের পর বাংলা অনুবাদ শেষ করেছি। পড়তে গেলে মাঝে মাঝে কখন ১০০ আয়াত হয়ে যাবে ঠিক পাবেন না।

**মাহির সালেহঃ**

শায়েখঃ এর উত্তর উপরে আছে। মনে হয় ভাল করে পড়ো নি।

বিষয়টা আমার কাছে একটু প্যাঁচানো।

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ আমরা কি আরবী সহ পড়ব নাকি শুধু বঙ্গানুবাদ???

আমি অনুবাদের কথাই বলেছি। যদি অর্থ বুঝতে আরবি শব্দ বা বাক্য দেখার দরকার হয় সেটা আলাদা বিষয়।

আব্দুল্লাহ হাসিবঃ এটা নূন্যতম দিয়েছি যাতে সবাই আগ্রহ নিয়ে শুরু করে । প্রথমেই যদি …

অনুবাদ পড়তে দেরি হয় না। আরবি পড়লে অর্থ না বুঝার কারণে আগ্রহ কম থাকে। কিন্তু অনুবাদ যতই পড়বে ততই আরো পড়তে মন চাইবে। তারপরেও প্লান ঠিক আছে।

মাহির সালেহঃ বিষয়টা আমার কাছে একটু প্যাঁচানো

ঠিক কোন অংশ প্যাঁচানো মনে হয়? আলি রা: থেকে বর্ণিত হাদিসের মূল্যায়নের স্ক্রীনসর্ট টি মনে নেই? অনেক সাহাবি ও তাবেয়ী নিজেই অনেক কিছু জানতো না, জানলেও বুঝতে পারে নি। যে যেমন বুঝেছে সে তেমনই বলেছে। কোরআনের মধ্যে স্পষ্ট ক্লিয়ারলি বলা হয়েছে কোরআনের মধ্যে কোন বিকৃতি নেই, সন্দেহ সংশয় নেই সামনের দিক থেকেও নাই পিছন দিক থেকেও নাই। আল্লাহর কালামের কোন বিকৃতি নাই। আমি ইহা অবতীর্ণ করেছি আমি সংরক্ষণ করব। কোরআনেই আছে এই কথা। আমি আমার আলোকে পূর্ণ ভাবে বিকশিত করব। স্বয়ং সর্ব প্রথম মুসলিম আলি ও আবুবকর, তারা জীবিত থাকতে কোরআন হারিয়ে যাওয়া বা বিকৃত হওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন তোলাটাই অবান্তর।

তাছাড়া অনেক হাদিস সহিহ সনদ দাবি করা সত্ত্বে ঐ গুলো যে বানানো তা স্পষ্ট বুঝা যায় সূর্য ডুবার হাদিসের মতই শাজ অথবা বিকৃত হাদিস ঐগুলো।